সপ্তক প্রাইভেট লিমিটেড প্রযোজিত
বন্ধন

সপ্তক প্রাইভেট লিঃ প্রযোজিত

প্রশান্ত চৌধুরীর 'ডাকো নতুন নামে' অবলম্বনে

বন্ধন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অর্ধেন্দু মুখার্জী**

সংগীত পরিচালনা : **রাজেন সরকার**

চিত্রশিল্পী : অজয় মিত্র সম্পাদনা : রবীন দাস

শিল্পনির্দেশ : বটু সেন রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্রী

শিশির চট্টোপাধ্যায় ॥ দেবেশ ঘোষ ॥ অবনী চট্টোপাধ্যায় ॥ নৃপেন পাল

ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত ব্যানার্জী দৃশ্যাঙ্কন : কবি দাশগুপ্ত

সহকারী

পরিচালনা : বিবেক বক্সী ॥ শ্রীপতি চৌধুরী

সঙ্গীতে : হিমাংশু বিশ্বাস চিত্রশিল্পে : আশু দত্ত

সম্পাদনায় : অনিল সরকার

ব্যবস্থাপনায় : সুরেন মাথাল ॥ অনিল পাল

নৃত্য পরিকল্পনা : সঙ্গীতা মুখার্জ্জী পরিচয় লিখন : রতন বরাট

স্থির চিত্র : পরিমল চৌধুরী ও বাবুধর ধারারক্ষায় : সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

গীতিকার : প্রণব রায় ॥ রেণুকা ঘোষ ॥ পণ্ডিত ভূষণ

নেপথ্য কণ্ঠে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ডাঃ গোপাল ব্যানার্জ্জী ॥ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দের কালীবাড়ী (ত্রিবেণী) ॥ উমা কুমারী

শ্রীশেঠী (স্বর্গাশ্রম, লছমনঝুলা) ॥ সুনীল রায় চৌধুরী

ও দৈনিক বিশ্বামিত্র

ইন্দ্রপুরী ও নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

ও

ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনায় : **ভিঠলভাই প্রাইভেট লিমিটেড**

৩১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

কাহিনী

যাত্রার দলের রাখালকে দেখে ভক্ত কবি শ্রীনিবাস ভেবেছিলেন, এ বুঝি বৃন্দাবনের রাখাল-রাজার মর্ত্যরূপ। তাই স্নেহের বাঁধনে বেঁধেছিলেন তাকে—বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মাতৃহারা একমাত্র কন্যা ললিতার সঙ্গে। কিন্তু বাইরের চেহারা যেমনই হোক, রাখালের অন্তরে ছিল নরক। শুধু যে সে শ্রীনিবাসের স্নেহকে বঞ্চনা করলো তাই নয়, ললিতাকে ব্যর্থ করে দিল—তারপর হারিয়ে গেল কালো রাত্রির অন্ধকারে। ঠিক এমনি করেই অনেক বছর আগে কুম্ভমেলার হারিয়ে গিয়েছিল গৌর-নিতাই যমজভাইয়ের গৌর। হারানো গৌর নবজন্ম নিল মথুরার গুণ্ডা সুন্দরলাল রূপে। আর ওদিকে

স্রোতে টানে ভাসতে ভাসতে লছমনঝোলায় সাধু হরিচরণের কাছে যেখানে আশ্রয় পেয়েছিল ললিতা, সেইখানেই এসে হাজির হল সুন্দরলাল—বিচিত্র তরঙ্গের দোলায় দোলায়। দুটি বানে ভাসা জীবন এসে মিশল এক তীর্থের ঘাটে। কিন্তু এর মধ্যে সুন্দরলাল ভ্রমে নিতাইকে হত্যা করেছে ব্রিজলাল। আর নিতাইয়ের মাতৃহারা শিশু গোপাল এবং অন্ধ বৃদ্ধা মা তার জন্যে আকুল প্রতীক্ষা করছে মথুরায় এক ধর্মশালায়। ঘটনাচক্রে সুন্দরলালকে নামতে হল নিতাইয়ের মিথ্যা ভূমিকায়। দুর্বৃত্ত, চরিত্রহীন সুন্দরলাল নিরুপায় হয়ে অভিনয় করে চলে—ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় অন্তর্দ্বন্দ্বে। ললিতার সান্নিধ্যে এসে তার মনের অমানুষটা কখন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়তে সুরু করে—দেখা দেয় প্রেম, আসে জীবনকামনা। গোপালের দুটি ক্ষীণবাহু কখন তাকে সহস্র বন্ধনে জড়িয়ে ধরে তা সে জানতেও পারেনা। হিমালয়ের পাদমূলে যেখানে দক্ষযজ্ঞের শেষ চিহ্ন—পতির অপমানে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন, যেখানে শঙ্করের জটিল জটা থেকে মুক্তধারায় জাহ্নবী নেমেছেন—সেখানে মানুষের গড়া জটিলতা কতটুকু? সেই পতিতপাবনীর প্রবাহই বহন করে আনে মুক্তির বার্তা।

গান

(১)

মানিনী…………

ওগো মানিনী মুখ তোলো
বিরহ অবসানে মানিনী মুখ তোলো
অশ্রু ছল ছল রজনী শেষ হ'ল
কাজল ধুয়ে গেছে সজল দুনয়নে
অঝোরে সারানিশি বাদল বরিষণে
শোন গো বিরহিনী বিধুরা কমলিনী
অধরে মধু ঝরা কমল দল খোলো
বিজন ঘরে একা ছিলে গো উদাসিনী
তোমারে ঘিরে ছিলো নিঠুরা ননদিনী
তাইতো অভিমানে গেথেছি একা একা
বাঁশিতে রাধা নাম দাও নি তবু দেখা
গোপনে বনছায়ে তাইতো রাঙাপায়ে
রেখেছি বাঁশি খানি না বলা ব্যাথা ভোলা

(২)

আমার কত সাধের হারামণি পাব সে কোন দেশে
পথ বলে দাও পথ বলে দাও প্রাণের ঠাকুর সকল পথের শেষে
তারকনাথের চরণ তলে পথের দিশা খুঁজি
সর্বহারার সর্ব যিনি তাঁরেই যে গো পুজি
দক্ষিণেশ্বর আলো করে আলোর সাগর তীরে
ভবতারণ ঠাকুর পেলেন ভবতারিণীরে
প্রেমিক সে যে সাধক সে যে সমন্বয়ের বেশে
কাল কালান্তে তন্ত্রে মন্ত্রে অভয় শিখা জ্বালি
জাগেন সতীর বামাঙ্গুলে কালীঘাটের কালী
বিষ্ণু রাখেন রাঙাচরণ গয়াসুরের বুকে
জীবন হারা মরণ যে পায় অভয় শরণ সুখে
বুদ্ধ পেলেন বোধি যেথায় রাজ ভিখারীর বেশে
জগন্মাতা অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের নামে
নয়ন বেয়ে ভক্তি ভরা গঙ্গা ধারা নামে
পথে পথে নওল কিশোর বাজায় মোহন বাঁশী
বৃন্দাবনের সেই সুরে মন হল যে উদাসী
কংস রাজার দর্পনাশন থাকেন মথুরাতে
রাধার বুকে প্রেম কাঁদে তার আঁখির যমুনাতে
যেথা প্রেমের নদী কৃষ্ণ নামের সাগর জলে মেশে

(৩)

বাওয়ারী ভই পিয়া কাঁহে লাগায়ে নেঁহারা
বনী মাতোয়ারী মাতোয়ারা হুয়া জিয়ারা
নিদিয়া না আওয়ে মোঁহে
হিয়ারা বুলাওয়ে তোঁহে
বরষে না পিয়া দেখো নয়নাওয়াসে নেঁহারা
বাওয়ারী ভই পিয়া কাঁহে লাগায়ে নিঁহরা

(৪)

জয় সিয়া রাম জয় জয় রাম সীতারাম
রামকা প্যারী জনক দুলারী মত হামারী
সুখকা ধাম
এক অকেলী সব দুঃখ ঝেলী
কভিনা ভুলি সীতারাম
রাবণ পাপী ল্যঙ্কা নিবাসী
হার কার লে গয়া বন সন্যাসী
খড়্গা কি ধার ত্যলে ভি মাতা
জ্য পতি, র্যহি র্যম রাম হী রাম
রামনে রাবণ মার গিরায়।
লঙ্কা কা প্যাঢ় প্যলমে চায়া
অগ্নী পরীক্ষা নী সাইয়া কি
সাইয়া ফিরভি না ত্যাগী রাম
জ্যাগ জননী জ্যগ মাত ভবানী
ব্যন ব্যন বাসিনী ব্যন ক্যর রানী
বাল্মীকি কুটিয়া মেঁ ভী
জ্যপী নিরন্তর রাম হী রাম।

(৫)

চৈতালী রাত চ'লে যায় সজনী
তুমি কোথায় তুমি কোথায়
পরদেশে গিয়ে বুঝি ভুলেছো আমায়
শূন্য বাসরে কাঁদে অভিমানে মালা
তুমি বিনা কারে দেবো প্রাণের পিয়ালা
যাবার বেলায় সেই ফুলের শপথ
আমারে কাঁদায় আমারে কাঁদায়
চৈতালী রাত চ'লে যায়

(৬)

টিপ দেব কাজল দেব দেব ফুলের ডোর
উড়কি ধানের মুড়কি দেব কচি হাতে তোর
ও আমার সাধের মন চোর
সোনা মুখে রোদ লেগেছে যেন ডালিম ফুল
রূপের ছটায় ছাপিয়ে ওঠে মন যমুনার কুল
সাতটি চাঁপা ডাকছে তোরে ডাকছে পারুল বোন
ফুলের বনে তোর মত ফুল কে আছে এমন
তোর গুণের কথা গোপাল আমার বলব কত কি
দুষ্টুমীতে তুই যেন ঠিক কেষ্ট ঠাকুরটি
ঝাউ বনে ঝুমুর বাজে কলা বনে বউ খেলা
গোপাল যাবে বউ আনতে পালকী আনো এই বেলা
ঝিং কুড়াকুড় ঝিং কুড়াকুড় বাদ্যি বাজায় কে
কাঠ বেড়ালী তাড়া তাড়ি কোমড় বেঁধেছে
গোপাল যাবে কলাবতী রাজ কন্যার দেশ
চাঁদের বরণ অঙ্গ যে তার আঁঠার বরণ কেশ
কে··· বলেছে মন্দ তোরে কে দিয়েছে গাল
তার পোড়া মুখে লাগে যেন লঙ্কা বাটার ঝাল
তুই হাঁসলে পরে মুক্ত ঝরে ফুল ফোটে তোর পায়
আমার বুকে কোন যশোদা দু বাহু বাড়ায়
তুই যে আমায় কুড়িয়ে পাওয়া গজমতীর হার
এমন মাণিক এ ভুবনে কে পেয়েছে আর।

চরিত্রায়ণে

অনিল চট্টোপাধ্যায় ঃ সন্ধ্যা রায়

জহর গাঙ্গুলী : জীবেন বসু ঃ দীপক মুখার্জ্জী ঃ জহর রায়

কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী : শ্রীপতি চৌধুরী ঃ কালী দে ঃ গণেশ

সরকার ঃ শ্রীগোপাল ব্যানার্জ্জী ঃ পুলিন কুমার

শিবনাথ : তারক গাঙ্গুলী : সত্য চ্যাটার্জ্জী : লোচন দে

মাঃ মিন্টু ঃ মাঃ জয় ঃ শঙ্কর ঃ ইন্দ্রজিৎ

প্রশান্ত কুমার

রেনুকা রায় ঃ গীতা দে ঃ কেতকী দত্ত

ইরা ঘোষাল ঃ সুচন্দ্রা বিশ্বাস ও সঙ্গীতা মুখার্জ্জী

ভিঠলভাই প্রাইভেট লিঃ, ৩১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
ও অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।